**SEMESTER-1**
**PAPER:CC-1**
**MODULE-2**
**পাঠ প্রণেতা: ড. মৃণাল বীরবংশী**

## চর্যাপদ

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো চর্যাপদ এই পদ সংকলন গ্রন্থটির প্রকৃত নাম চর্যাচর্য বিনিশ্চয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজদরবারের সংগ্রহশালা থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদ আবিষ্কার করেন এই পথগুলি রচয়িতা বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতাবলম্বী সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ । শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত পুঁথিতে মোট সাড়ে ৪৬ টি পদ পাওয়া গেছে । প্রতিটি পদের শেষে পদ রচয়িতার নামের উল্লেখ থাকাই কোন পদটি কার রচিত তা নির্ধারণ করা গেছে । প্রধান পদকারদের মধ্যে সিদ্ধাচার্য লুইপাদ,কাহ্ন পাদ সরহপাদ, শান্তিপাদ ও সবর পাদের নাম উল্লেখযোগ্য যদিও চর্যাপদের কবিদের সব নামই ছদ্মনাম । জোর যার কবিগণ শৈব, নাথ ধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । চর্যার প্রথম পদকর্তা লুইপাদ দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন ।চর্যাপদের ভাষা দেখে মনে হয় খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বা তার সামান্য কিছু পূর্বে যখন মাগধী অপভ্রংশ থেকে সবেমাত্র বাংলা ভাষা নিজস্ব গ্রহণ করেছিল তখন সেই অপরিণত ভাষায় চর্যাপদ রচিত হয় । এই সকল প্রমাণের ভিত্তিতে ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ মহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও প্রমুখ পন্ডিতগণ মনে করেন চর্যাপদের ভাষায় হল প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন। চর্যাপদের ভাষায় একটি রহস্য বা গূঢ়তত্ত্বের ইঙ্গিত রয়েছে বলে এই ভাষাকে কেউ কেউ সন্ধ্যা ভাষা বলে থাকেন ।

চর্যার গীত গুলি মূলত একটি বিশেষ রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের গূঢ় ভজনাবলী , কিন্তু তবুও এর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত রসের আবেদন এবং বাকনির্মিতির শিল্পকৌশল লক্ষ্য করা যায় কেউ কেউ কাব্য বিচারের পারিভাষিক রীতি অর্থাৎ আলংকারিক বিচার পদ্ধতির সাহায্যে চরজার ছন্দ অলংকার বক্রোতি ধ্বনি ও রস বিশ্লেষণ করে এর কাব্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চান । চর্যাপদের সমস্ত কবিতা কে নিছক তত্ত্বরূপে গ্রহণ করলে এর সাহিত্য বিচার নিষ্ফল হয়ে যাবে । কিন্তু তত্ত্বের কথা বলতে গিয়েও সাধকগণ রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে যেভাবে চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছেন তা এই পদগুলিকে অতি মনোরম করে তুলেছে এই চিত্র প্রতীকগুলি একদিকে যেমন উদ্দিষ্ট অর্থকে সঙ্গত আকারে পরিবেশন করেছেন ,তেমনি চিত্রধর্ম ও রূপকল্পকেও আবার অজ্ঞাতসারে একটি শিল্প মর্যাদা দিয়েছেন অনেক সময় রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে দূরূহ তত্ত্বকে স্পষ্টতর করা হয়েছে । যেমন ১ নং পদে কায়াতরুবর পঞ্চবি ডাল " ৫ নং পদের ভব নদী পারাবার " ৬ নং পদে" হরিণ শিকার " এগুলির মধ্যে কোথাও চিত্রকল্প সৌন্দর্য অনুভূতি ,কোথাও বা লোকো জীবনের প্রতিচ্ছায়া ধরা পড়েছে এছাড়াও কেউ কেউ চরজার ছন্দে

অপভ্রংশ ও অবহটঠর প্রাধান্য দেখেছেন আবার কেউ এতে পাদাকুলকের সুর শুনেছেন যা পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার ছন্দকে জন্ম দান করেছে। এই সকল দিক থেকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের এক বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য আছে ।

**সহায়ক গ্রন্থ:**


১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১-২) - সুকুমার সেন

২। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১-২) - গোপাল হালদার

৩।বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১-৫)— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪।বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১-২)– ভূদেব চৌধুরী

৫।বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিত্য (১-২) - আহমেদ শরীফ

৬।মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম 1 সুখময় মুখোপাধ্যায়

৭।বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্যযুগ)— দেবেশকুমার আচার্য